BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04030036

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 03 | March 2026 | e-ISSN: 2584-1890

ন্যায়বিচার তত্ত্ব : ড. অমর্ত্য সেনের ন্যায়বিচার ধারনার আলকে জন রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্বের পর্যালোচনা

Mir Alam Khan

State Aided College Teacher, Department of Philosophy, Dumkal Collage
Email: khanmiralam70@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

ন্যায়বিচার মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক ধারণা, যা সমতা, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-ভুল এবং ন্যায্য-অন্যায্য নিয়ে চিন্তা করেছে। প্লেটো তাঁর "Republic" গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মধ্যে দেখেছেন, আর এরিস্টটল ন্যায়কে সমতার নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বণ্টনমূলক ও সংশোধনমূলক ন্যায়ের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন ন্যায়কে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে যুক্ত করেন, আর থমাস অ্যাকুইনাস প্রাকৃতিক আইন ও নৈতিক শৃঙ্খলার সাথে ন্যায়কে সম্পর্কিত করেন। আধুনিক যুগে ন্যায়বিচারের ব্যাখ্যা আরও বৈচিত্র্যময় হয়। টমাস হবস ন্যায়কে সামাজিক চুক্তির ফল হিসেবে দেখেন, ডেভিড হিউম সামাজিক উপযোগিতার সাথে যুক্ত করেন, ইমানুয়েল কান্ট নৈতিক কর্তব্যের আলোকে ব্যাখ্যা করেন, আর মিল উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখকে ন্যায় হিসেবে দেখেন। এই ধারাবাহিকতায় জন রলস তাঁর বিখ্যাত "A Theory of Justice" গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে "Fairness" হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ন্যায়সঙ্গত নীতি নির্ধারণের জন্য মানুষকে নিজেদের সামাজিক অবস্থান না জেনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এটিই তাঁর "veil of ignorance" এর ধারণা। রলস দুটি মৌলিক নীতি প্রস্তাব করেন: প্রথমত, মৌলিক স্বাধীনতা সবার জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে; দ্বিতীয়ত, বৈষম্য কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটায়। তিনি প্রাথমিক পণ্য—অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ, আয় ও সম্পদ—কে ন্যায়বিচারের সূচক হিসেবে দেখান।অন্যদিকে, ড. অমর্ত্য সেন তাঁর "The Idea of Justice" গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে বাস্তব জীবনের সক্ষমতা বা Capabilities এর সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, নিখুঁত ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; বরং সমাজে বিদ্যমান অন্যায় কমানোই আসল উদ্দেশ্য। সেন বলেন, কেবল আইনগত সমতা বা সম্পদ থাকলেই যথেষ্ট নয়; মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুযোগ—যেমন শিক্ষা গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া, সমাজে অংশগ্রহণ করা—ন্যায়বিচারের আসল সূচক। তিনি রলসের আদর্শবাদী কাঠামোর সমালোচনা করে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও বৈষম্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন।রলস ও সেনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও তারা একে অপরকে পরিপূরক করে। রলস ন্যায়বিচারের নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং একটি আদর্শ কাঠামো নির্মাণ করেছেন, আর সেন সেই কাঠামোকে বাস্তব জীবনের আলোকে পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং প্রয়োগযোগ্য করেছেন। রলসের শক্তি হলো ন্যায়বিচারকে একটি সুসংহত কাঠামোতে রূপ দেওয়া, তবে তাঁর দুর্বলতা অতিরিক্ত আদর্শবাদী হওয়া। সেনের শক্তি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষের স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছে, তবে তাঁর দুর্বলতা কাঠামোগত নীতি নির্ধারণে স্পষ্ট নির্দেশনা না দেওয়া। সুতরাং বলা যায়, ন্যায়বিচার কেবল আইনগত বা রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। রলস আদর্শ সমাজের কাঠামো নির্মাণে মনোযোগী, আর সেন বাস্তব জীবনের অন্যায় হ্রাস ও মানবিক সক্ষমতার উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে যেখানে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান, সেখানে সেনের সক্ষমতা তত্ত্ব বাস্তব সমস্যার সমাধানে কার্যকর হলেও রলসের তত্ত্ব ন্যায়বিচারের নৈতিক ভিত্তি

বোঝার জন্য অপরিহার্য। এইভাবে ন্যায়বিচারের ধারণা প্রাচীন থেকে আধুনিক সময়ে নানা রূপে বিকশিত হয়েছে, এবং রলস ও সেনের অবদান একে সমকালীন রাজনৈতিক দর্শনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

মূলশব্দ: *ন্যায়বিচার, মর্যাদা, মানবাধিকার, Fairness, Capability, Equality, Political Philosophy.*

ভূমিকা:

ন্যায়বিচার মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি, যা সমাজে সমতা, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-ভুল এবং ন্যায্য-অন্যায্য বিষয়ে চিন্তা করে আসছে। রাজনৈতিক দর্শন ও নৈতিক তত্ত্বে ন্যায়বিচারকে ঘিরে অসংখ্য বিতর্ক ও তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ সেন্ট অগাস্টাইন ও সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস, আধুনিক যুগের টমাস হবস, ডেভিড হিউম, ইমানুয়েল কান্ট ও জন স্টুয়ার্ট মিল—প্রত্যেকেই ন্যায়বিচারকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে জন রলস তাঁর *"A Theory of Justice"* গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে "Fairness" হিসেবে ব্যাখ্যা করে একটি আদর্শ কাঠামো নির্মাণ করেন। তিনি বলেন, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব তখনই যখন মানুষ নিজেদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনা না করে নীতি নির্ধারণ করবে। অন্যদিকে, অমর্ত্য সেন তাঁর *"The Idea of Justice"* গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে বাস্তব জীবনের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, নিখুঁত ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; বরং সমাজে বিদ্যমান অন্যায় কমানো এবং মানুষের প্রকৃত সুযোগ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই ন্যায়বিচারের আসল উদ্দেশ্য। এই আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে ন্যায়বিচার কেবল আইনগত কাঠামো নয়, বরং মানুষের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা, সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। রলস ন্যায়বিচারের নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আর সেন সেটিকে বাস্তব জীবনের আলোকে প্রয়োগযোগ্য করেছেন। ফলে ন্যায়বিচারের ধারণা আজও রাজনৈতিক দর্শন, আইন, অর্থনীতি ও সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করছে।

মূল আলোচনা:

ন্যায়বিচার মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক ধারণা। সমাজে সমতা, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার প্রশ্নে ন্যায়বিচারকে কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-ভুল এবং ন্যায্য-অন্যায্য বিষয়ে চিন্তা করে আসছে। রাজনৈতিক দর্শন ও নৈতিক তত্ত্বে ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্ক ও তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। ন্যায়বিচার কেবল একটি আইনি বা রাজনৈতিক কাঠামো নয় – এটি একটি ভালো সমাজের হৃদস্পন্দন। সমাজে সম্পদ, সুযোগ, অধিকার এবং মর্যাদার ন্যায্য বণ্টন কীভাবে হওয়া উচিত—এই প্রশ্ন থেকেই ন্যায়বিচার তত্ত্বের উদ্ভব। আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে এই প্রশ্নের সবচেয়ে প্রভাবশালী উত্তরগুলির মধ্যে অন্যতম হলো জন রলসের "Justice as Fairness" তত্ত্ব।

ন্যায়বিচার শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Justice' শব্দটির মূল ভিত্তি হলো লাতিন শব্দ 'Justitia' (জুস্তিতিয়া), যার অর্থ হলো ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য বা সঠিক আচরণ। এই 'Justitia' শব্দটি আবার 'Justus' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'ন্যায়নিষ্ঠ' বা 'আইনসংগত'। আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, এই Justus শব্দটি আবার একটি লাতিন শব্দ 'Jus' (জুস) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো 'আইন' (Law) বা 'অধিকার' (Right)। প্রাচীন অর্থ অনুযায়ী, 'Jus' বলতে এমন কিছু বোঝাত যা সমাজকে বা মানুষকে একে অপরের সাথে একটি নৈতিক বা আইনি বন্ধনে আবদ্ধ করে। রোমান আইন এবং দর্শনে 'Justice' বলতে প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়াকে বোঝানো হতো। রোমান আইনের বিখ্যাত সংকলন *"Institutes of Justinian" এ বলা হয়েছে* "Justice is the constant and perpetual will to render to each his due." অর্থাৎ; প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য প্রদান করার অবিরাম এবং চিরন্তন ইচ্ছাই হলো ন্যায়বিচার। প্লেটোর 'Republic' গ্রন্থে এই বক্তব্যের অনেকটা মিল লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আধুনিক ইংরেজি ভাষায় Justice শব্দটির দ্বারা ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, মানবাধিকার ইত্যাদি বোঝানো হয়ে থাকে।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ধ্যান-ধারনায় ন্যায়বিচারের সন্ধান মেলে। দার্শনিক প্লেটো তাঁর "Republic" গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে সমাজের প্রতিটি অংশের নিজ নিজ কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার মধ্যে দেখেছেন। অর্থাৎ, শাসক, সৈনিক ও শ্রমজীবী শ্রেণি যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করে তবে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যারিস্টটল ন্যায়বিচারকে "সমতার নীতি" হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

তাঁর মতে, ন্যায় মানে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেওয়া। তিনি distributive (বণ্টনমূলক) ও corrective (সংশোধনমূলক) ন্যায়বিচারের পার্থক্য তুলে ধরেন।

মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় Justice এর ধারনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেন্ট অগাস্টাইন (St. Augustine): ন্যায়বিচারকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবল ঈশ্বরের আইন মেনে চলার মাধ্যমে। সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas): ন্যায়বিচারকে প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) এর সাথে যুক্ত করেন। তিনি বলেন, ন্যায় মানে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরপ্রদত্ত নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

আধুনিক দার্শনিক ভাবধারায় ন্যায়বিচারের প্রশ্নে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে। থমাস হবস (Thomas Hobbes): ন্যায়বিচারকে সামাজিক চুক্তির (Social Contract) ফল হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, মানুষ স্বার্থপর হলেও রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও আইন মেনে চলার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হিউম (David Hume): ন্যায়বিচারকে সামাজিক উপযোগিতা (Utility) এর সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, ন্যায় মানে সমাজে স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা। ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) ন্যায়বিচারকে নৈতিক কর্তব্যের (Moral Duty) সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, ন্যায় মানে এমন নীতি অনুসরণ করা যা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill): ন্যায়বিচারকে উপযোগবাদ (Utilitarianism) এর আলোকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ন্যায় মানে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করা।

এই ধারাবাহিকতায় রলস একটি আধুনিক, যুক্তিনির্ভর এবং নৈতিক কাঠামো প্রদান করেন। অপরদিকে, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নয়নশীল অর্থনীতি, মানবাধিকার এবং দারিদ্র্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে অমর্ত্য সেন নতুনভাবে ন্যায়বিচারকে ব্যাখ্যা করেন। সমকালীন প্রেক্ষিতে দেখা যায়, জন রলস (John Rawls) তাঁর "*A Theory of Justice*" গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে "Fairness" হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি "veil of ignorance" ধারণা দেন, যেখানে মানুষ নিজের সামাজিক অবস্থান না জেনে ন্যায়সঙ্গত নীতি নির্ধারণ করবে। ড. অমর্ত্য সেন (Dr. Amartya Sen) ন্যায়বিচারকে বাস্তব জীবনের সক্ষমতা (Capabilities) এর সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, ন্যায় মানে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুযোগ নিশ্চিত করা।

তাহলে আমরা দেখলাম Justice এর স্বরুপ নির্ধারনে কখনো নৈতিক কর্তব্য, কখনো সামাজিক চুক্তি, আবার কখনো সর্বজনীন সুখ বা ন্যায্যতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়বিচার কেবল আইনগত কাঠামো নয়, বরং মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়া।

জন রলস ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "*A Theory of Justice*" এ ন্যায়বিচারকে ন্যায্যতা (Fairness) রুপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ন্যায়বিচারকে সমাজের মৌলিক কাঠামো নির্ধারণের নীতি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে সমাজে প্রত্যেককে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া উচিত। মানুষ যদি নিজেদের সামাজিক অবস্থান, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা বা প্রতিভা বিবেচনা না করে নীতি নির্ধারণ করেন, তবেই তা Justice লাভে সহায়ক হবে। রলস বলেন, ন্যায়সঙ্গত নীতি নির্ধারণের জন্য মানুষকে নিজেদের অবস্থান বিবেচনা করা যাবে না। রলস একটি কাল্পনিক পরিস্থিতির কথা বলেন যেখানে মানুষ নিজেদের সামাজিক অবস্থান না জেনে ন্যায়-নীতি নির্ধারণ করবে। তিনি Utilitarianism-এর বিরোধিতা করে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখের জন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা ন্যায়সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে রলস দুটি নীতির উল্লেখ করেন যাতে পক্ষপাত দুষ্ট না হয়।

প্রথমত; প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে—যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত; সমাজে বৈষম্য থাকতে পারে, তবে তা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়।

রলস ন্যায়বিচারের মাপকাঠি হিসেবে প্রাথমিক পণ্যের (Primary Goods) ধারণা দেন। এগুলি হলো—অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ, আয়, সম্পদ ইত্যাদি। তাঁর মতে, ন্যায়পরায়ণ সমাজে এসব প্রাথমিক পণ্য সবার জন্য সমানভাবে নিশ্চিত হওয়া উচিত। রলসের তত্ত্ব রাজনৈতিক দর্শনে এক বিপ্লব ঘটায়। তিনি উদারবাদকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং ন্যায়বিচারকে কেবল

আইনি বা নৈতিক প্রশ্ন নয়, বরং সামাজিক কাঠামোর প্রশ্নে পরিণত করেন। তাঁর তত্ত্ব আজও রাজনৈতিক দর্শন, আইন, অর্থনীতি ও নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নয়নশীল অর্থনীতি ও কল্যাণকর রাষ্ট্রের আলোচনায় ড. অমর্ত্য সেন ন্যায়বিচারকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। অমর্ত্য সেন আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনীতির অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ। তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ, যিনি দারিদ্র্য, বৈষম্য, উন্নয়ন ও মানবিক সক্ষমতা নিয়ে গভীর গবেষণা করেছেন। ড. সেন ন্যায়বিচারকে কেবল আদর্শ প্রতিষ্ঠান, নিখুঁত কাঠামো বা নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ন্যায়বিচারের লক্ষ্য কেবল Justice বিষয়ে একটি অদৃষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, বরং বৈষম্য কমানো ও মানুষের জীবনে প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তার সার্বিক উন্নতি বিধান। ২০০৯ সালে প্রকাশিত "*The Idea of Justice" গ্রন্থে ড.* অমর্ত্য সেনের ন্যায়বিচার বিষয়ক বক্তব্য John Rawls-এর সমালোচনা ও সম্প্রসারণ। জন রলস ন্যায়বিচারকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান ও নীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু সেন মনে করেন, কেবল আদর্শ কাঠামো নির্ধারণ করলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না ; বাস্তব জীবনে মানুষ কীভাবে ন্যায়বিচার ভোগ করছে সেটিই আসল। সেন আরও বলেন, কেবল *নীতি* থাকলেই যথেষ্ট নয়; *ন্যায়* নিশ্চিত করতে হবে। ন্যায়বিচার মানে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুযোগ নিশ্চিত করা। কেবল সম্পদ বা আয় নয়, বরং মানুষ কী করতে পারে এবং কী হতে পারে (functionings) সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন দরিদ্র মানুষ যদি শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ না পায়, তবে কেবল আইনগত সমতা তাকে প্রকৃত ন্যায় দিতে পারে না। সেন বলেন, নিখুঁত ন্যায়বিচার (Perfect Justice) অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং সমাজে বিদ্যমান অন্যায় কমানো এবং মানুষের জীবনে বাস্তব উন্নতি ঘটানোই ন্যায়বিচারের আসল উদ্দেশ্য। সেনের মতে, ন্যায়বিচার মানে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করা, নিখুঁত ন্যায় নয় বরং অন্যায় কমানো। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনের *নীতি* ও *ন্যায়* ধারণার সাথে যুক্ত, যা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়।

জন রলস ও অমর্ত্য সেন—দুজনেই ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছেন। তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি একেবারেই ভিন্ন। রলস আদর্শ সমাজের কাঠামো নির্মাণে মনোযোগী, আর সেন বাস্তব জীবনের অন্যায় হ্রাস ও মানবিক সক্ষমতার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেন। এই আলোচনায় আমরা তাঁদের তত্ত্বকে মুখোমুখি তুলনা করব।

- **কাঠামোগত বনাম বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি:**

রলস ন্যায়বিচারকে সমাজের মৌলিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর মতে, যদি প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যায়পরায়ণ হয়, তবে সমাজও ন্যায়পরায়ণ হবে। সেন ন্যায়বিচারকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্যায়ের হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, নিখুঁত কাঠামো নয়, বরং বাস্তবে মানুষের জীবন কতটা উন্নত হচ্ছে সেটিই আসল।

- **প্রাথমিক পণ্য বনাম সক্ষমতা:**

রলস ন্যায়বিচারের সূচক হিসেবে প্রাথমিক পণ্য (Primary Goods)—যেমন অধিকার, স্বাধীনতা, সম্পদ—কে গুরুত্ব দেন। সেন বলেন, কেবল সম্পদ নয়, মানুষের প্রকৃত সক্ষমতা ও স্বাধীনতা—যেমন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক অংশগ্রহণ—ন্যায়বিচারের আসল সূচক।

- **আদর্শ সমাজ বনাম অন্যায় হ্রাস:**

রলস একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করেন, যেখানে অজ্ঞতার পর্দা থেকে নির্ধারিত নীতি সবার জন্য ন্যায়পরায়ণ হবে। সেন বলেন, আদর্শ সমাজের কল্পনা নয়, বরং বাস্তবে অন্যায় কমানোই ন্যায়বিচারের অগ্রগতি।

- **উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপট:**

রলসের তত্ত্ব উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যাকে যথেষ্টভাবে ধরতে পারে না। সেনের সক্ষমতা পদ্ধতি এসব সমস্যাকে সরাসরি লক্ষ্য করে, যা উন্নয়নশীল সমাজে অধিক কার্যকর।

- **শক্তি ও দুর্বলতা:**

রলসের শক্তি ন্যায়বিচারকে একটি সুসংহত কাঠামোতে রূপ দিয়েছে; রাজনৈতিক দর্শনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আর রলসের দুর্বলতা অতিরিক্ত আদর্শবাদী; বাস্তব জীবনের জটিলতা ও বৈষম্যকে যথেষ্টভাবে ধরতে পারে না। সেনের শক্তি বাস্তববাদী; মানুষের স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন; উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে ন্যায়বিচারের আলোচনায় যুক্ত করেছেন। আর সেনের দুর্বলতা কাঠামোগত নীতি নির্ধারণে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয় না; তুলনামূলক বিচার কখনও অস্পষ্ট হতে পারে।

সুতরাং বলা যায় রলস ও সেন উভয়েই ন্যায়বিচারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রলস কাঠামোগত ন্যায়বিচারের তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, আর সেন বাস্তব জীবনের অন্যায় হ্রাস ও মানবিক সক্ষমতার উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে সেনের দৃষ্টিভঙ্গি অধিক প্রাসঙ্গিক হলেও, রলসের তত্ত্ব রাজনৈতিক দর্শনে মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ড. অমর্ত্য সেন জন রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। সমালোচনার মূল কারণ গুলি হল:

১) অতিরিক্ত আদর্শবাদ (Ideal Theory):

রলস ন্যায়বিচারকে নিখুঁত প্রতিষ্ঠান ও আদর্শ কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন। অপরপক্ষে সেন বলেন, বাস্তব জীবনে মানুষ নিখুঁত ন্যায় পায় না; তাই ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্যায় কমানো, নিখুঁত ন্যায় প্রতিষ্ঠা নয়।

২) নীতি বনাম ন্যায় (Niti vs Nyaya):

রলস মূলত *নীতি* (আদর্শ নীতি ও প্রতিষ্ঠান) নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর সেন বলেন, কেবল নীতি থাকলেই যথেষ্ট নয়; বাস্তব জীবনে *ন্যায়* (মানুষের অভিজ্ঞতা ও সুযোগ) নিশ্চিত করতে হবে।

৩) বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব:

রলসের তত্ত্বে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও বৈষম্যের বাস্তব রূপ যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। কিন্তু সেন মনে করেন, ন্যায়বিচারকে বোঝার জন্য মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করা জরুরি।

৪) সক্ষমতা তত্ত্ব (Capability Approach):

রলসের তত্ত্বে সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ন্যায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যথায় সেন বলেন, আসল ন্যায়বিচার হলো মানুষ কি করতে পারে এবং কি হতে পারে (functionings)। অর্থাৎ, প্রকৃত স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করাই ন্যায়।

অমর্ত্য সেন রলসকে সমালোচনা করেছেন কারণ রলসের তত্ত্ব অতিরিক্ত আদর্শবাদী এবং বাস্তব জীবনের ন্যায়বিচারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। অমর্ত্য সেন জন রলসের আদর্শবাদী ন্যায়বিচার তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে "সক্ষমতা তত্ত্ব" (Capability Approach) উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, ন্যায়বিচার কেবল সম্পদ বা প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয়, আসল ন্যায় হলো মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুযোগ (capabilities) নিশ্চিত করা। মানুষ কী করতে পারে এবং কী হতে পারে যেমন—শিক্ষিত হওয়া, সুস্থ থাকা, সমাজে অংশগ্রহণ করা। সেই functionings অর্জনের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সুযোগ। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে রলস এবং সেনের তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী নয়; বরং তারা একে অপরকে পরিপূরক করে। রলস একটি আদর্শ কাঠামো প্রদান করেন, যা ন্যায়বিচারের নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে, আর সেন সেই কাঠামোকে বাস্তব জীবনের আলোকে পুনর্বিবেচনা করেন এবং প্রয়োগযোগ্য করে তোলেন।

বর্তমান বিশ্বে যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে ন্যায়বিচারের প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে সেনের Capability Approach বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রদান করে। তবে ন্যায়বিচারের নৈতিক ভিত্তি বোঝার জন্য রলসের তত্ত্ব এখনও অপরিহার্য। অমর্ত্য সেন রলসের তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে

সক্ষমতা তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, ন্যায়বিচার মানে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিশ্চিত করা, যাতে তারা নিজেদের জীবনকে অর্থপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে।

সুতরাং, ন্যায়বিচারের একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর ধারণা গড়ে তুলতে হলে রলসের আদর্শবাদ এবং সেনের বাস্তববাদ—এই দুইয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয়ের মাধ্যমেই একটি এমন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে মানুষ কেবল সমান অধিকারই ভোগ করবে না, বরং বাস্তব জীবনে সেই অধিকারগুলিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। ন্যায়বিচার ধারণা কেবল পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; ভারতীয় ও বাংলা সমাজেও এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দারিদ্র্য, বৈষম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি এখানে ন্যায়বিচারের মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। জন রলসের কাঠামোগত ন্যায়বিচার তত্ত্ব এবং অমর্ত্য সেনের বাস্তববাদী সক্ষমতা পদ্ধতি—দু'টিকে দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, সেনের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অধিক কার্যকর। ভারত একটি বহুধর্মী, বহুভাষিক ও বহুজাতিক সমাজ। এখানে সামাজিক বৈষম্য, জাতপাত, লিঙ্গ বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসমতা ইত্যাদি ন্যায়বিচারের বড় প্রশ্ন। রলসের মৌলিক স্বাধীনতার নীতি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে তাঁর প্রাথমিক পণ্য ধারণা ভারতের দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বাস্তব সমস্যাকে যথেষ্টভাবে ধরতে পারে না। অমর্ত্য সেন নিজেই ভারতীয় প্রেক্ষাপট থেকে তাঁর সক্ষমতা পদ্ধতির বিকাশ করেছেন। ন্যায়বিচারের জন্য কেবল বিদ্যালয় থাকা যথেষ্ট নয়; মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। হাসপাতাল থাকা মানেই ন্যায়বিচার নয়; মানুষের বাস্তবে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে। কেবল আয় বৃদ্ধি নয়, বরং মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নয়নই আসল। ভারতীয় ও বাংলা প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, রলসের তত্ত্ব মৌলিক অধিকার ও কাঠামোগত ন্যায়বিচারের ভিত্তি প্রস্তুত করে দেয়, কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা পদ্ধতি এখানে অধিক কার্যকর, কারণ এটি মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে নিশ্চিত করে।

তথ্যসূত্র :

- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement.* Harvard University Press, 2001
- Rawls, John. *Political Liberalism.* Columbia University Press, 1993.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom.* Oxford University Press, 1999.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice.* Harvard University Press, 2009.
- SACM Academic Notes। *ন্যায় সম্পর্কিত রলস-এর মতবাদ*। SACM, ২০২২।
- ইসলাম, রফিকুল। *অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা পদ্ধতি ও ন্যায়বিচার*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, ২০২১। একটি স্থানীয় একাডেমিক প্রকাশনা।
- বর্মন, জগন্নাথ। *রলসের ন্যায়বিচার* তত্ত্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পণ, ২০২৩।
- রলস, জন। *ন্যায়বিচারের তত্ত্ব* (বাংলা অনুবাদ: A Theory of Justice)। ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৮।
- সেন, অমর্ত্য। *ন্যায়বিচারের ধারণা* (বাংলা অনুবাদ: The Idea of Justice)। কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন, ২০১২।
- সেন, অমর্ত্য। *স্বাধীনতা হিসেবে উন্নয়ন* (বাংলা অনুবাদ: Development as Freedom)। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সহায়ক গ্রন্থ :

- Barry, Brian. *Justice as Impartiality.* Oxford University Press, 1995.
- Kundu, Rubai. "সমতা প্রসঙ্গে জন রলস ও অমর্ত্য সেন: একটি তুলনামূলক আলোচনা।" *International Journal of Humanities & Social Science Studies*, Vol. XI, Issue IV, July 2025।

- Nussbaum, Martha. *Creating Capabilities: The Human Development Approach.* Harvard University Press, 2011.
- চক্রবর্তী, সুশান্ত। *আধুনিক ন্যায়বিচার তত্ত্ব*। কলকাতা: প্রগতি প্রকাশনী, ২০১৯।
- হোসেন, আব্দুল। *রাজনৈতিক দর্শন: প্লেটো থেকে রলস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭।

Citation: **Khan. M. A.,** (2026) "ন্যায়বিচার তত্ত্ব : ড. অমর্ত্য সেনের ন্যায়বিচার ধারনার আলকে জন রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্বের পর্যালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-03, March-2026.